রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৭, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজ অনুবিভাগ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০২২.২৪-১১৮৪ তারিখ : ১৪ কার্তিক ১৪৩১/৩০ অক্টোবর ২০২৪

হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৫

১৪৪৬ হিজরি সনের ৯ জিলহজ (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০২৫ সনের ০৫ জুন) সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। হজ ২০২৫ মৌসুমে বাংলাদেশের ১,২৭,১৯৮ জন মুসলমান নাগরিক পবিত্র হজ পালন করতে পারবেন। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে হজের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে।

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ধারা ৫(২)(খ) অনুসারে হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-১' ও 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-২' এবং বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য 'সাধারণ হজ প্যাকেজ' প্রণয়নপূর্বক "হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৫" ঘোষণা করা হলো। হজ এজেন্সিসমূহ এজেন্সির জন্য প্রণীত 'সাধারণ হজ প্যাকেজ' আবশ্যিকভাবে গ্রহণপূর্বক সৌদি আরবে হজযাত্রীদের উন্নতমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান বিবেচনায় অতিরিক্ত সর্বোচ্চ একটি বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। হজে গমনেচ্ছু সকল হজযাত্রী, হজ এজেন্সি এবং হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলে "হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৫" যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

১। সরকারি মাধ্যমের 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-১' (সম্ভাব্য): ১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৫০ টাকা

ক্র. নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া (অতিরিক্ত ১%+১৭.৫০% ভ্যাট): (ক) মক্কা ২৮৫০+(১%) ২৮.৫০ = ২৮৭৮.৫০+ভ্যাট ৫০৩.৭৪ = ৩৩৮২.২৪ সৌ.রি. হারাম শরীফের বহিঃ চত্বর হতে হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ৩ কিমি, বাসভাড়া (হোটেল হতে পরিবহন) = ৩০০ সৌ.রি. (খ) মদিনা ৫০০+(১%) ৫= ৫০৫+(ভ্যাট১৭.৫%)৮৮.৩৮=৫৯৩.৩৮ সৌ.রি. (প্রথম ফিতরা) মসজিদে নববী হতে হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার হবে	৪২৭৫.৬২	১৩৮৯৫৭.৬৫
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন): জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৯৮.৯০ সৌ.রি.	১২৯৮.৯০	৪২২১৪.২৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)** ২৬০৯.৯৩ সৌ.রি.	২৬০৯.৯৩	৮৪৮২২.৭৩
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ২১.৮৫ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি.	৬২৪.৬৫	২০৩০১.১৩
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: ৩০০.০০ সৌ.রি. **(মিনার গ্রীন জোন/জোন-৫, জামারাহ হতে তাঁবুর সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪.৮ কিমি.)**	৩০০.০০	৯৭৫০.০০
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫%ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
৮	প্রত্যাবর্তনকালে মক্কা/মদিনা হোটেল থেকে জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর পর্যন্ত পরিবহন ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	৯১৬৯.১০	২,৯৭,৯৯৫.৭৫
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	**বিমান ভাড়া**: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)		১,৬৭,৮২০.০০
২	সার্ভিস চার্জ**:** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল:		২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৪০০.০০
৫	হজ গাইড		১১০২৬.৪৩
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট		**১,৮০,২৪৬.৪৩**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়		**৪,৭৮,২৪২.১৮ = ৪,৭৮,২৪২.০০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক হজযাত্রীকে খাবার বাবদ ন্যূনতম ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল এবং দমে শোকর (কুরবানী) বাবদ ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) সৌ.রি. আবশ্যিকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- প্যাকেজ ঘোষণাকালীন বিনিময় হার: ১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৫০ টাকা।
- সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় প্যাকেজ প্রণয়ন করা হলো। পরবর্তীতে রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি করা হলে ও ক্যাটারিং কোম্পানী হতে খাবার গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলে এজন্য প্রযোজ্য অতিরিক্ত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে তা পরিশোধ করতে হবে।
- সাধারণ প্যাকেজের হজযাত্রীদের আবশ্যিকভাবে প্রথম ফিতরায় (হজ ফ্লাইট শুরুর প্রথম ৪ দিনের মধ্যে) হজে গমন করতে হবে। এই প্যাকেজে সৌদি আরবে অবস্থানকাল কমপক্ষে ৪৫ দিন, তবে প্যাকেজ মূল্যের অতিরিক্ত ১,০০০ সৌ.রি. সমপরিমাণ ৩২,৫০০ টাকা পরিশোধ করে সংক্ষিপ্ত প্যাকেজে যাওয়া যাবে।
- সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের সৌদি আরবে নিজ দায়িত্বে ক্রয়পূর্বক খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- খাবার পানি, হ্যান্ডওয়াশ/সাবান ও টয়লেট পেপার নিজ ব্যবস্থাপনায় ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ এর আপগ্রেডেশন:

সরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ এর হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেলে প্রতিরুমে সর্বোচ্চ ৬ সিট থাকবে। তবে মক্কা ও মদিনায় ২, ৩ এবং ৪ সিটের রুম সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। হজের আগের শেষ ফিতরা অথবা হজের পরে প্রথম ফিতরায় মদিনা গমনে ইচ্ছুক হজযাত্রী মদিনার বাড়ি/হোটেল ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত ১০০০ সৌ.রি. সমপরিমাণ ৩২,৫০০.০০ টাকা প্রদান করে শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। প্যাকেজ আপগ্রেডেশনের বিবরণ নিম্নরূপ:

সরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ এর হজযাত্রীদের নিবন্ধনকালীন পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ

ক্রম	প্যাকেজের ধরন	প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি টাকা	প্রাথমিক নিবন্ধনের টাকা সমন্বয়	প্রাক নিবন্ধন সমন্বয় টাকা	চূড়ান্ত নিবন্ধনকালীন প্রদেয় (টাকা)	শর্ট প্যাকেজ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ
১	সাধারণ হজ প্যাকেজ-১	**৪,৭৮,২৪২.০০**	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	১,৪৯,২৪২.০০	১,৮১,৭৪২.০০
২	২ সিটের রুম	৬,১৭,২০০.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	২,৮৮,২০০.০০	৩,২০,৭০০.০০
৩	৩ সিটের রুম	৫,৭০,৮৮০.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	২,৪১,৮৮০.০০	২,৭৪,৩৮০.০০
৪	৪ সিটের রুম	৫,৪৭,৭২০.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	২,১৮,৭২০.০০	২,৫১,২২০.০০

নোট: প্যাকেজ আপগ্রেডেশনে মক্কা ও মদিনায় হোটেলের রুমের ৪ সিটের ভাড়া ২ সিট, ৫ সিটের ভাড়া ৩ সিট এবং ৬ সিটের ভাড়া ৪ সিটে রূপান্তর করে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

** প্রাথমিক নিবন্ধন করেননি এমন হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনের ২৯,০০০.০০ টাকা সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট ৪,৪৯,২৪২.০০ টাকা চূড়ান্ত নিবন্ধনকালে পরিশোধ করতে হবে। প্যাকেজ আপগ্রেডেশন সুবিধা গ্রহণ করলে সে অনুসারে প্রযোজ্য অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

সাধারণ হজ প্যাকেজ-১ এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

- ভিসা ও ইকোনমিক ক্লাসের এয়ারলাইন্স টিকেট
- হারাম শরীফের বহিঃ চত্বর হতে বাড়ি/হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ৩ কিমি। এক্ষেত্রে হারাম শরীফ যাতায়াতে বাসের ব্যবস্থা
- মসজিদে নববী হতে বাড়ি/হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার
- মিনায় গ্রীন জোনে (জোন-৫) তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিস
- 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিস গ্রহণকারী হজযাত্রীগণ মক্কার হোটেল/বাড়ি হতে বাসযোগে মিনার তাবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনায় ট্রেনযোগে যাতায়াত করবেন।
- এ্যাটাচ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন
- হোটেল কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা
- মক্কা, মদিনা, মিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান
- হজে গমনের পূর্বে হজ ক্যাম্প ঢাকার ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকা এবং ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা
- হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, হজ ও ওমরাহ সহায়িকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ
- ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন হজ গাইডের ব্যবস্থা
- মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ বিমানবন্দর হতে হোটেলে পৌছানোর ব্যবস্থা।

২। সরকারি মাধ্যমের 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-২' (সম্ভাব্য): ১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৫০ টাকা

ক্র. নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া (অতিরিক্ত ১%+১৭.৫০% ভ্যাট): (ক) মক্কা ৪২০০+(১%) ৪২ = ৪২৪২+ভ্যাট ৭৪২.৩৫ = ৪৯৮৪.৩৫ সৌ.রি. মক্কায় হারাম শরীফের বাহিরের চত্বর হতে বাড়ি/হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার (খ) মদিনা ৮৫০+(১%) ৮.৫ = ৮৫৮.৫+ভ্যাট ১৫০.২৪ = ১০০৮.৭৪ সৌ.রি. মদিনায় মার্কাজিয়া (সেন্ট্রাল এরিয়া) এলাকার হোটেল (প্রথম ফিতরা)	৫৯৯৩.০৯	১৯৪৭৭৫.৪৩
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন): জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৯৮.৯০ সৌরি.	১২৯৮.৯০	৪২২১৪.২৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০

ক্র. নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ (মিনা-আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরির আপগ্রেডেড সার্ভিস) ২৯২৭.৩৩ সৌ.রি.	২৯২৭.৩৩	৯৫১৩৮.২৩
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ২১.৮৫ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি., (ঘ) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি.	৬২৪.৬৫	২০৩০১.১৩
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: ১১৯৯.৪৫ সৌ.রি. (মিনার ইয়োলো জোন/জোন-২, **জামারাহ হতে তাঁবুর দূরত্ব ২.১ কিমি.)**	১১৯৯.৪৫	৩৮৯৮২.১৩
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫%ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
৮	হজ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনকালে মক্কা/মদিনা হোটেল থেকে জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর পর্যন্ত পরিবহন ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১২১০৩.৪২**	**৩৯৩৩৬১.১৫**
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	**বিমান ভাড়া**: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)		১৬৭৮২০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল:		২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৪০০.০০
৫	হজ গাইড		১৩০৯৯.৫৯
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট		**১৮২৩১৯.৫৯**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়		৫৭৫৬৮০.৭৪ **= ৫,৭৫,৬৮০.০০**
বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক হজযাত্রীকে খাবার বাবদ ন্যূনতম ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল এবং দমে শোকর (কুরবানী) বাবদ ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) সৌ.রি. আবশ্যিকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।			

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় প্যাকেজ প্রণয়ন করা হলো। পরবর্তীতে রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি করা হলে ও ক্যাটারিং কোম্পানী হতে খাবার গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলে এজন্য প্রযোজ্য অতিরিক্ত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে তা পরিশোধ করতে হবে।
- প্যাকেজে উল্লিখিত মদিনার হোটেল ভাড়া প্রথম ফিতরায় গমনকারী হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।
- মিনায় ইয়োলো জোনের (জোন-২) তাঁবুতে অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরির আপগ্রেডেড সার্ভিস।
- হজযাত্রীদের মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনা যাতায়াতের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা থাকবে।
- খাবার পানি, হ্যান্ডওয়াশ/সাবান ও টয়লেট পেপার নিজ ব্যবস্থাপনায় ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

'সাধারণ হজ প্যাকেজ-২' এর আপগ্রেডেশন:

সরকারি মাধ্যমের 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-২' এর হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনার হোটেলের প্রতিরুমে সর্বোচ্চ ৬ সিট থাকবে। তবে হোটেলে ২, ৩ ও ৪ সিটের রুম সুবিধা গ্রহণ করা যাবে। হজের আগের শেষ ফিতরা অথবা হজের পরে প্রথম ফিতরায় মদিনা গমনে ইচ্ছুক হজযাত্রী মদিনার বাড়ি/হোটেল ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত ১০০০ সৌ.রি. সমপরিমাণ ৩২,৫০০.০০ টাকা প্রদান করে শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

সরকারি মাধ্যমের 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-২' এর হজযাত্রীদের নিবন্ধনকালীন পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ

ক্রম	প্যাকেজের ধরন	প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি টাকা	প্রাথমিক নিবন্ধনের টাকা সমন্বয়	প্রাক নিবন্ধন সমন্বয় টাকা	চূড়ান্ত নিবন্ধনকালীন প্রদেয় (টাকা)	শর্ট প্যাকেজ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ
১	হজ প্যাকেজ- ২	৫,৭৫,৬৮০.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	২,৪৬,৬৮০.০০	২,৭৯,১৮০.০০
২	২ সিটের রুম	৭,৭০,৪৫৫.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৪,৪১,৪৫৫.০০	৪,৭৩,৯৫৫.০০
৩	৩ সিটের রুম	৭,০৫,৫৩০.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৩,৭৬,৫৩০.০০	৪,০৯,০৩০.০০
৪	৪ সিটের রুম	৬,৭৩,০৭০.০০	৩,০০,০০০.০০	২৯,০০০.০০	৩,৪৪,০৭০.০০	৩,৭৬,৫৭০.০০

নোট: প্যাকেজ আপগ্রেডেশনে মক্কা ও মদিনায় হোটেলের রুমের ৪ সিটের ভাড়া ২ সিট, ৫ সিটের ভাড়া ৩ সিট এবং ৬ সিটের ভাড়া ৪ সিটে রূপান্তর করে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকারি মাধ্যমের 'সাধারণ হজ প্যাকেজ-২' এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি

- ভিসা ও ইকোনমিক ক্লাসের এয়ারলাইন্স টিকেট
- মক্কায় পবিত্র মসজিদুল হারাম চত্বরের বহিঃপ্রান্ত হতে সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার এবং মদিনায় মারকাজিয়া এলাকায় আবাসন ব্যবস্থা
- মিনায় ইয়োলো জোনে (জোন-২) আবাসন ও আপগ্রেডেড 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিসসহ মিনা-আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার ব্যবস্থা
- মক্কা হতে মিনার তাঁবুতে বাসযোগে গমন এবং মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-মিনা ট্রেনযোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা
- মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেলে এ্যাটাচ বাথসহ প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন
- বাড়ি/হোটেল কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা
- মক্কা, মদিনা, মিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান
- হজে গমনের পূর্বে হজ ক্যাম্প ঢাকার ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকা এবং ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা
- হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, হজ ও ওমরাহ সহায়িকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ
- ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন হজ গাইডের ব্যবস্থা
- মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ বিমানবন্দর হতে হোটেলে পৌছানোর ব্যবস্থা।

০৩। বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ (সম্ভাব্য): ১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৫০ টাকা

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ সাধারণ হজ প্যাকেজ অনুমোদন করা হলো:

ক্র. নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া (অতিরিক্ত ১%+১৭.৫০% ভ্যাট): (ক) মক্কা ২৮৫০+(১%) ২৮.৫০ = ২৮৭৮.৫০+ভ্যাট ৫০৩.৭৪ = ৩৩৮২.২৪ সৌ.রি. হারাম শরীফের বহি: চত্বর হতে হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ৩ কিমি. বাসভাড়া (হোটেল হতে পরিবহন) = ৩০০ সৌ.রি. (খ) মদিনা ৫০০+(ভ্যাট ১৭.৫%) ৮৭.৫০ = ৫৮৭.৫০ সৌ.রি. মসজিদে নববী হতে হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার হবে	৪২৬৯.৭৪	১৩৮৭৬৬.৫৫
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন): জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৯৮.৯০ সৌ.রি.	১২৯৮.৯০	৪২২১৪.২৫

ক্র. নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা ও আরাফাহ মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনা ও আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরি সার্ভিস অনুসারে)** ২৬০৯.৯৩ সৌ.রি.	২৬০৯.৯৩	৮৪৮২২.৭৩
৫	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি., (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ২১.৮৫ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ)	৬২৪.৬৫	২০৩০১.১৩
৬	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: ৩০০.০০ সৌ.রি. (মিনার গ্রীন জোন/জোন-৫, **জামারাহ হতে তাঁবুর সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪.৮ কিমি.)**	৩০০.০০	৯৭৫০.০০
৭	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
৮	প্রত্যাবর্তনকালে মক্কা/মদিনা হোটেল থেকে জেদ্দা/মদিনা বিমান বন্দর পর্যন্ত পরিবহন ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ২০.০০ সৌ.রি.	২০.০০	৬৫০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	৯১৬৩.২২	২৯৭৮০৪.৬৫

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	**বিমান ভাড়া**: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight):	১৬৭৮২০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল:	২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৪০০.০০
৫	হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম ও সার্ভিস চার্জ	৫০০০.০০
৬	হজ গাইড	১১১৩০.৯৭
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১,৮৫,৩৫০.৯৭**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	**৪,৮৩,১৫৫.৬২ =৪,৮৩,১৫৬.০০**

- সাধারণ হজ প্যাকেজের হজযাত্রীদের নিকট হতে খাবার খরচ বাবদ হজযাত্রী প্রতি সর্বোচ্চ ৪০,০০০ টাকা এজেন্সি গ্রহণ করতে পারবে।
- দমে শোকর (কুরবানী) বাবদ ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) সৌ.রি. হজযাত্রী আবশ্যিকভাবে সঙ্গে নিবেন এবং নিজ দায়িত্বে কোরবানী করবেন।
- প্যাকেজ ঘোষণাকালীন বিনিময় হার: ১ সৌদি রিয়াল = ৩২.৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় প্যাকেজ প্রণয়ন করা হলো। পরবর্তীতে রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি করা হলে ও ক্যাটারিং কোম্পানী হতে খাবার গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলে এজন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে তা পরিশোধ করতে হবে।
- মিনায় তাঁবুর অবস্থান, উন্নতমানের সার্ভিস, মক্কায় উন্নতমানের বাড়ি/হোটেল, মদিনায় মার্কাজিয়া এলাকায় হোটেল এবং উন্নতমানের খাবার সরবরাহ বিবেচনায় হজ এজেন্সি সাধারণ প্যাকেজের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ একটি আপগ্রেডেড প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে।
- হজযাত্রীর সঙ্গে হজ এজেন্সির লিখিত চুক্তিতে মক্কা ও মদিনার বাড়ি/হোটেলের মান, দূরত্ব এবং মিনার তাঁবুর জোন ও সার্ভিস কোম্পনীর ব্যয়সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিবরণ আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্সির প্রস্তুতকৃত হজ প্যাকেজ এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ই-হজ সিস্টেমে আবশ্যিকভাবে আপলোড করতে হবে।
- বিস্তারিত বর্ণনাসহ প্যাকেজ ঘোষণা ব্যতীত হজযাত্রী নিবন্ধন করা যাবে না।
- খাবার পানি, হ্যান্ডওয়াশ/সাবান ও টয়লেট পেপার নিজ ব্যবস্থাপনায় ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

বেসরকারি এজেন্সির প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

- ভিসা ও ইকোনমিক ক্লাসের এয়ারলাইন্স টিকেট
- মক্কা-আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম চত্বরের বহি:প্রান্ত হতে সর্বোচ্চ ৩কিমি. এবং মদিনায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটার এর মধ্যে আবাসন
- এ্যাটাচ বাথসহ প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন ব্যবস্থা
- মিনায় হজযাত্রীদের তাঁবু গ্রীন জোনে (জোন-৫) এবং 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিস
- মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন
- মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য ট্রেন/বাস (প্রতি ১০০ জনে একটি বাস অথবা ৫০ জনের ডাবল ট্রিপ) ব্যবস্থা
- মিনা ও আরাফায় সার্ভিস কোম্পানীর ব্যয় কোম্পানীভিত্তিক ভিন্ন রকম হতে পারে।
- মক্কা, মদিনা, মিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান
- হজে গমনের পূর্বে হজ ক্যাম্প ঢাকার ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা ও ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা
- হজযাত্রী, মোনাজ্জেম ও হজ গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- হজ ও ওমরাহ সহায়িকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ
- ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন হজ গাইড থাকবে।
- মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ বিমানবন্দর হতে হোটেলে পৌছানোর ব্যবস্থা।

৪। সরকারি মাধ্যমে নিবন্ধন পদ্ধতি:

- দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত (ক্যান্সার, অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক, লিভার সিরোসিস, কিডনি রোগ, সংক্রামক যক্ষা, ডিমেনশিয়া) হজ গমনেচ্ছু বাংলাদেশের যে কোন মুসলিম নাগরিক ই-হজ সিস্টেমে প্রথমে প্রাক-নিবন্ধন অত:পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করে হজে যেতে পারবেন
- **ই**-হজ সিস্টেমে (www.hajj.gov.bd) যে কোন ব্যক্তি ভাউচার তৈরি করে প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধনের অর্থ ব্যাংকে বা অনলাইনে পরিশোধ করে সনদ গ্রহন করবেন
- হজ অফিস, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকাররম, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন করা যাবে
- হজের কলসেন্টার ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে বা e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে হজের নিবন্ধন করা যাবে
- জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট, সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি ও হজযাত্রীর ব্যাংক তথ্য প্রয়োজন হবে
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্বাচিত প্যাকেজ মূল্য পরিশোধ করে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে
- প্রাক-নিবন্ধনকালে জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি বাবদ ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট ২৯,০০০.০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা এবং প্রাথমিক নিবন্ধনের ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময় প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে
- ভাউচার তৈরি করে প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধনের অর্থ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় জমা দেয়া যাবে
- প্যাকেজের সমুদয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে হজযাত্রীকে পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করা হবে
- এক নিবন্ধন ভাউচারে সর্বোচ্চ ১৪ জন হজযাত্রী যুক্ত (গ্রুপ) করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রুপের সকলকে একসঙ্গে হজে গমন করতে হবে
- প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের অর্থ জমা প্রদান না করলে তিনি ২০২৫ সনের হজ পালনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবেন

৫। নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া:

সরকারি মাধ্যমে ২০২৫ সনে হজে গমনের জন্য প্যাকেজ মূল্য পরিশোধের পর হজে যেতে ইচ্ছুক না হলে হজ পোর্টালের নিবন্ধন অপসনে অনলাইনে রিফান্ড আবেদন করবেন। নিবন্ধন বাতিল আবেদন অনুমোদন হলে ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ কর্তন করা হবে।

৬। ভিসাকরণ প্রক্রিয়া:

১ হজযাত্রীকে বায়োমেট্রিক সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক সনদ ও পাসপোর্ট হজ অফিস, ঢাকায় জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় হজযাত্রীর ভিসা বা টিকেট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে না।

২ হজ অফিস, ঢাকা হতে হজযাত্রীর ভিসা এবং পাসপোর্ট যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ করা হবে।

৩ মক্কা ও মদিনায় ভাড়া করা বাড়ি/হোটেলের নাম দিয়ে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে ভিসা লজমেন্ট করতে হয় বিধায় বরাদ্দকৃত বাড়ি/হোটেল পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই

৭। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধন:

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৫ সনের হজ কার্যক্রমের যোগ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হজ এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে নির্ধারিত ইউজারের মাধ্যমে হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন, প্রাথমিক নিবন্ধন ও নিবন্ধন করবে।

২. হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২২ (সংশোধিত) অনুসারে হজ এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা নিয়ে হজযাত্রী নিবন্ধন করতে হবে। অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত সাপেক্ষে এজেন্সি হজযাত্রীকে পিআইডি প্রদান করবে।

৩. প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা হতে (ক) সৌদি আরবের বিমান বন্দর হতে হোটেল পর্যন্ত লাগেজ পরিবহন বাবদ ২০.০০ সৌ.রি (খ) জমজম পানি (৫লি. বোতল) বাবদ ২০.০০ সৌ.রি. (গ) মক্কায় ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ (২৮.৫০ সৌ.রি+১৭.৫০% ভ্যাট ৫.০০) ৩৩.৫০ সৌ.রি. মোট ৭৩.৫০ সৌ.রি. সমপরিমাণ ২৩৮৮.৭৫ টাকা (ঘ) স্থানীয় সার্ভিস চার্জ ৮০০.০০ টাকা (ঙ) প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি ১০০০.০০ টাকা (চ) হজযাত্রীর কল্যাণ তহবিল ২০০.০০ টাকা, (ছ) প্রশিক্ষণ ফি ৪০০.০০ টাকা সর্বমোট (২৩৮৮.৭৫+৮০০.০০+১০০০.০০+২০০.০০+৪০০.০০) = ৪৭৮৮.৭৫ টাকা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট (৩০,০০০.০০-৪৭৮৮.৭৫) = ২৫,২১১.২৫ (পঁচিশ হাজার দুইশত এগার টাকা পঁচিশ পয়সা) টাকা হজযাত্রী প্রেরণকারী হজ এজেন্সির হজযাত্রীর সংখ্যার বিপরীতে সৌদি আরব পর্বের খরচ পরিশোধ নিমিত্ত হজ এজেন্সির IBAN হিসাবে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।

৪. এজেন্সিসমূহ নিয়োগকৃত হজগাইড এর প্রাক-নিবন্ধন করে পিলগ্রিম আইডি প্রদান করবে। হজে গমনের জন্য হজ গাইডকেও হজযাত্রীর ন্যায় উপরে বর্ণিত ৪৭৮৮.৭৫ টাকা নিবন্ধনের -প্রাক টাকা হতে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রেরণ করা ৩০,০০০ হবে।

৮। প্রাক-নিবন্ধন বাতিল/স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন ও অন্যান্য করণীয়:

প্রাক-নিবন্ধন বাতিল ও স্থানান্তর:

১. প্রাক-নিবন্ধিত কোন হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা এজেন্সি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) বিধি ১৪ ও ২৮ অনুসরণ করতে হবে।

২. প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীর লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর করতে পারবে। হজযাত্রীর অজ্ঞাতে বা অনুমতি ছাড়া প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর করা হলে তা এজেন্সির অনিয়ম বা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. ইউজার বন্ধ বা নিষ্ক্রিয় এজেন্সির প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী স্থানান্তরে হজ অনুবিভাগে হজযাত্রী/এজেন্সির আবেদনের ভিত্তিতে সক্রিয় এজেন্সিতে পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে স্থানান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর অনুমতি নিয়ে এজেন্সি আবেদন করবে।

৪. প্রাক-নিবন্ধন বাতিল এবং স্বেচ্ছায় এজেন্সি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাক-নিবন্ধনকারী এজেন্সি হজযাত্রীর নিকট হতে সর্বোচ্চ ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন করতে পারবে। তবে কোটাপূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে হজযাত্রী স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীর নিকট থেকে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না।

হজযাত্রীর প্রতিস্থাপন:

১. প্রাথমিক নিবন্ধিত/নিবন্ধিত হজযাত্রীর প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) এর বিধি ১৩ অনুসরণ করতে হবে।

২. নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিল সার্জন বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ ই-হজ সিস্টেমে দাখিলপূর্বক হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করা যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৩. নিবন্ধিত হজযাত্রী অসুস্থতার কারণে হজ গমনে অক্ষম হলে সিভিল সার্জন বা চিকিৎসকের প্রতিবেদন/সনদ প্রতিস্থাপনের ফরমএবং হজযাত্রী (ফরম-৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে।

৯। হজ এজেন্সির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. রাজকীয় সৌদি সরকার নির্ধারিত হজযাত্রীর সর্বনিম্ন কোটা কোন এজেন্সি এককভাবে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করলে সেই এজেন্সি/লিড এজেন্সি সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে।

২. এজেন্সির হজযাত্রী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে লিড এজেন্সিতে হজযাত্রী স্থানান্তরের সময় প্রাথমিক নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ (৩,০০,০০০ টাকা) লিড এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ই-হজ সিস্টেমে প্রস্তুতকৃত ভাউচারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।

৩. সকল হজযাত্রীর জন্য লিড এজেন্সি হজযাত্রী প্রতি ১,৬৭,৮২০ টাকা হিসাবে বিমান ভাড়া বাবদ এয়ারলাইন্স বরাবরে পে-অর্ডার করে তথ্য ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করবে।

৪. লিড এজেন্সি হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রাথমিক নিবন্ধনের হাজী প্রতি অবশিষ্ট ১,৩২,১৮০ টাকা ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখার Pilgrims Fund Payble to KSA শিরোনামের হিসাবে টাকা (সকল হজযাত্রীর) প্রেরণ করবে।

৫. উন্নত/বিশেষ প্যাকেজের ক্ষেত্রে সৌদি পর্বের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ এজেন্সি/লিড এজেন্সি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখার Pilgrims Fund Payble to KSA শিরোনামের হিসাবে প্রেরণ করতে হবে।

৬. হজ প্যাকেজের অর্থ হজযাত্রীগণ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন। গ্রুপ লিডার বা কোন প্রতিনিধির ব্যাংক একাউন্টে হজযাত্রীর নিকট হতে হজের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

৭. এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীদের জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে না।

৮. রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে নিবন্ধন, মিনায় তাঁবুর জোন গ্রহণ, সার্ভিস কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পাদন, মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া এবং হজযাত্রীদের ভিসা সম্পন্ন করতে হবে।

৯. হজ এজেন্সিসমূহ, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এবং এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে হজযাত্রীর হজে প্রেরণের তারিখ চূড়ান্ত করে গমনাগমনের বিমান টিকেট সংগ্রহ করবে। এক ফ্লাইটে কমপক্ষে একজন গাইডের সমসংখ্যক হজযাত্রী প্রেরণ করতে হবে।

১০. মদিনাগামী হজযাত্রীকে ঢাকা থেকে সরাসরি মদিনাগামী ফ্লাইটে প্রেরণ করতে হবে। জেদ্দা বিমানবন্দর হয়ে বাসযোগে মদিনায় প্রেরণ করা যাবে না।

১১. সমন্বয়কারী এজেন্সির নিবন্ধিত হজযাত্রীদের জন্য এয়ারলাইন্স বরাবরে বিমান টিকেটের পে-অর্ডার সমন্বয়কারী এজেন্সি সরাসরি করতে পারবে না। লিড এজেন্সি সকল হজযাত্রীর বিমান টিকেটের পে-অর্ডার করে ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করবে।

১২. এজেন্সির সমন্বয় করা প্রয়োজন হলে পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে লিড এজেন্সি নির্ধারণ করতে হবে। যে এজেন্সির হজযাত্রী সর্বাধিক লিড এজেন্সি নির্ধারণ ও মোনাজ্জেম মনোনয়নে উক্ত এজেন্সিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হজযাত্রী প্রেরণ, সৌদি আরবে হজযাত্রীর প্রাপ্য সেবা প্রদান ও দেশে প্রত্যাগমনসহ সার্বিক দায়িত্ব স্থানান্তর গ্রহণকারী অর্থাৎ লিড এজেন্সিকে বহন করতে হবে।

১৩. কোন এজেন্সি ৪৬ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করলে অর্থাৎ ১ জন গাইডের সমসংখ্যক হজযাত্রী হলে সেই এজেন্সি অন্য এজেন্সির সাথে সমন্বয় করতে পারবে।

১৪. প্রত্যেক এজেন্সি নিজস্ব হজ প্যাকেজ, মোনাজ্জেমের নাম ও মোবাইল নম্বর, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত হোটেল/বাড়ির নাম ও ঠিকানা, হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১৫. হজ এজেন্সি হজযাত্রীর সাথে প্যাকেজ মূল্য ও মক্কা-মদিনায় প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান বিষয়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) এর ফরম-১৩ অনুসারে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করবে। চুক্তিতে হজযাত্রীর মোবাইল নম্বর, জরুরি যোগাযোগের জন্য একজন নিকট আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর সংযুক্তক্রমে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করবে।

১৬. প্রাথমিক নিবন্ধিত বা PID প্রাপ্ত কোন হজযাত্রী লিখিত অনুমতি ছাড়া নিবন্ধন বাতিল করা যাবে না।

১৭. কোন এজেন্সির কোটার কম হজযাত্রী থাকলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি প্রাপ্ত হলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ এজেন্সির হজযাত্রীদের লিখিত সম্মতিক্রমে অন্য এজেন্সিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ স্থানান্তর গ্রহণকারী এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে প্রদান করতে হবে।

১৮. সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে মক্কায় মোট হজযাত্রীর ১% হারে অতিরিক্ত সিট ভাড়া কমিটিতে এজেন্সিসমূহের পক্ষে HAAB একজন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

১৯. রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফ্লাইট যাত্রার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে হজযাত্রীদের প্রি-এ্যারাভাইল ডাটা সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক সৌদি ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করতে হবে।

২০. মোনাজ্জেম এজেন্সির প্রতিনিধি হিসাবে সৌদি আরবে প্রেরিত এজেন্সির সকল হজযাত্রীর হজ পালনের যাবতীয় কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান করবেন। হাজী/লাগেজ হারিয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দাকে অবহিত করবেন এবং উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২১. প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ এবং আইটি জ্ঞান সম্পন্ন একজন হজগাইড নিয়োগ ও গাইডের সাথে হজযাত্রী নির্ধারণ করে ই-হজ সিস্টেমের HMIS এর ট্রিপ অপসনে এন্ট্রি করতে হবে। হজের ৫ দিন মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা, জামারাসহ হজের সফরে একজন গাইড তার আওতাধীন সকল হজযাত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে হজ গাইডকে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২২. কোন এজেন্সি/লিড এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা মোনাজ্জেম বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনাকে অবহিত না করে কোন হজযাত্রী রেখে বাংলাদেশে আসতে পারবে না।

২৩. হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর এজেন্সি/লিড এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মোনাজ্জেম ও সকল হজ গাইডদের সৌদি আরবের মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা ও মদিনায় প্রদান করতে হবে।

২৪. হজযাত্রীর পাসপোর্টের সাথে ভিসা ও বিমান টিকেট সংযুক্ত করে একসাথে দিতে হবে। হজযাত্রীর বাড়ি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাড়িভিত্তিক (লাল/সবুজ/হলুদ/নীল/গোলাপী রঙের) স্টিকার লাগেজে সংযুক্ত নিশ্চিত করতে হবে।

২৫. কোনো হজযাত্রীর জন্য ফ্রি টিকেট ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি হজ পোর্টালে তথ্য প্রদান করবে যাতে কোটার তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

২৬. স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হজ এজেন্সি নিবন্ধিত হজযাত্রীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন/উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার নিকট যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

১০। সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী ও করণীয়:

১. হজ ২০২৫ এর নিবন্ধনের জন্য হজযাত্রীদের পাসপোর্টের মেয়াদ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত থাকতে হবে।

২. হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি হিসাবে ১০০০.০০ টাকা কর্তন করা হবে।

৩. শিশুদের নিবন্ধন অভিভাবকের সঙ্গে একত্রে করতে হবে। হজ শেষে Child/Infant এর বিমান ভাড়ার ফেরতযোগ্য অংশ প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৪. মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে যেতে সক্ষম না হলে জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ফেরত প্রদান করা হবে।

৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা হজের সময় সঙ্গে নেয়া যাবে।

৬. হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে বা বেসরকারি স্বনামধন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সম্পন্ন করে রিপোর্টসহ টিকা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা নিয়ে টিকা সংবলিত স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ করতে হবে।

৭. বিমানে ভ্রমণকালে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করা যাবে না। লাগেজে জমজম পানির বোতল নেয়া যাবে না।

৮. একজন হজযাত্রী সর্বোচ্চ ৪৬ কেজি (২৩+২৩) ওজনের ২টি ট্রলিব্যাগ (দৈর্ঘ্য ৬৫ সেমি, প্রস্থ ৪৫ সেমি এবং উচ্চতা ২৫ সেমি) ও একটি হ্যান্ড ব্যাগ সর্বোচ্চ ৭ কেজি ওজনের (দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি, প্রস্থ ৩৫ সেমি এবং উচ্চতা ২০ সেমি) সঙ্গে নিতে পারবেন। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, whatsapp যুক্ত মোবাইল নম্বর, গাইড, মোনাজ্জেম মোবাইল নম্বর ইত্যাদি ইংরেজিতে লিখতে হবে। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

৯. সৌদি সরকারের আইন অনুযায়ী হজযাত্রীর লাগেজে নেশা জাতীয় ঔষধ, তামাক পাতা, জর্দ্দা, গুল, শুটকী, গুড়, রান্না করা খাবার, পঁচনশীল দ্রব্যাদি (ফলমূল, পান, সুপারি) ইত্যাদি পরিবহন করা নিষিদ্ধ। হজযাত্রীগণ এসব পণ্য লাগেজে পরিবহন হতে বিরত থাকবেন।

১০. ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মত অসুস্থতার জন্য প্রেসক্রিপশনসহ নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ, স্ট্রিপ ইত্যাদি অবশ্যই (কমপক্ষে ৫০ দিনের) সঙ্গে নিবেন।

১১. ঢাকার হজযাত্রীগণ হজ ফ্লাইট সময়ের কমপক্ষে ৬ ঘন্টা পূর্বে এবং ঢাকার বাইরের হজযাত্রীগণ কমপক্ষে ১ দিন পূর্বে ঢাকাস্থ আশকোনা হজক্যাম্পে আগমন করবেন। হজক্যাম্প ডরমেটরিতে বিনামূল্যে থাকা এবং নিজ খরচে ক্যান্টিনে খেতে পারবেন।

১২. www.hajj.gov.bd হতে ও ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে এবং e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপস হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানা যাবে। হজযাত্রীর আইডি কার্ডের পেছনে মক্কা-মদিনার তথ্য সেন্টারের প্রদর্শিত নম্বরে ফোন করে তথ্য ও হজযাত্রীর অভিযোগ জানানো যাবে।

১৩. সৌদি আরবে হজযাত্রীকে Nusuk **কার্ড**, পরিচয়পত্র, মোয়াল্লেম কার্ড ও হোটেলের কার্ড সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে।

১৪. সৌদি আরবে অবস্থানকালে রাজনীতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, মানববন্ধন, ভিক্ষাবৃত্তি, চুরিসহ সকল প্রকার অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য সৌদি সরকারের আইনানুগ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

১৫. রাজকীয় সৌদি সরকারের পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান বা খারাপ আচরণ করা যাবে না। এর ব্যত্যয়ে হজযাত্রী গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

১৬. হজের সফরে মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষ রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী লাশ সৌদি আরবে দাফন করেন। এ বিষয়ে মৃতের পরিবার/স্বজনদের আপত্তি উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই। হজ শেষে মৃত্যু সনদ হজ অফিস, ঢাকার মাধ্যমে মৃতের পরিবার/ওয়ারিশ/বৈধ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৭. লাগেজ হারানো গেলে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় সরাসরি বা এজেন্সির মোনাজ্জেম/গাইডের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। দেশে ফেরার পথে লাগেজ হারানো গেলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এয়ারপোর্টের "লস্ট এন্ড ফাউন্ড" সেকশনে জানাতে হবে।

১৮. জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় স্থাপিত মেডিকেল সেন্টার হতে হজযাত্রীগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৯. অভিযোগ বিষয়ে www.hajj.gov.bd হতে অভিযোগ ফরম (ফরম ১১ ও ১২) সংগ্রহ করে হজ অফিস, ঢাকা অথবা বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনাস্থ তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে ফরম সংগ্রহ করে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগের শুনানীতে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

২০. প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ভিসা লজমেন্ট বা হজ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী এবং হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে।

২১. হজযাত্রীর পাসপোর্ট মোয়াল্লেম অফিস হতে ফেরত নেয়া হলে তিনি আর মোয়াল্লেম অফিসের সেবা পাবেন না।

২২. সৌদি আরবে পৌছানোর পর মোবাইল সিম সংগ্রহ করবেন, বাড়ি/হোটেলের ভিজিটিং কার্ড সংগ্রহ করবেন, একা চলা-ফেরার পরিবর্তে দলগতভাবে চলাফেরা করবেন, পাহাড়-পর্বতে আরোহণ হতে বিরত থাকবেন ও রাস্তা পারাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

২৩. সৌদি রিয়াল, পাসপোর্ট, ভিসা ও বিমান টিকেট নিজ দায়িত্বে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করবেন।

২৪. বাংলাদেশের হজ কোটার সকল হজযাত্রীকে নিবন্ধন করে হজযাত্রী পরিবহনের জন্য নির্ধারিত ফ্লাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে সৌদি আরব যেতে হবে।

২৫. ২৫ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরির পরে কোন হজযাত্রী মক্কা কিংবা জেদ্দা থেকে সড়ক পথে মদিনায় গমন করতে পারবেন না। ৫ জিলহজের পরে কোন হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না।

২৬. হজের পরে ১৪ জিলহজের পূর্বে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।

১১। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং এয়ারলাইন্সের করণীয়:

১. সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের সকল হজযাত্রীর সৌদি আরবে গমনা-গমন হজযাত্রী পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহ নিশ্চিত করবে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজের নির্ধারিত বিমান ভাড়ায় এয়ারলাইন্সসমূহ ডেডিকেটেড ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করবে। ডেডিকেটেড ফ্লাইটে বিজনেস ক্লাসের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না।

২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজযাত্রী পরিবহনের নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী এয়ালাইন্সসমূহ হজযাত্রী পরিবহন করবে।

৩. হজ ২০২৫ এর হজযাত্রী পরিবহনে GACA ও বেবিচক অনুমোদিত ফ্লাইট সিডিউল এয়ারলাইন্সসমূহ হজ ফ্লাইট শুরুর ৩ মাস পূর্বে প্রকাশ করে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হজ পোর্টালে আপলোড করবে।

৪. এয়ারলাইন্সসমূহ বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের এজেন্সি কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার গ্রহণ করে টিকেট বুকিং নিশ্চিত করবে।

৫. এয়ারলাইন্সসমূহ হজযাত্রীর সমসংখ্যক টিকেট এজেন্সির অনুকূলে ইস্যু করে এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটসহ ই-হজ সিস্টেমে আবশ্যিকভাবে Entry করতে হবে। এয়ারলাইন্সসমূহ হজযাত্রীর টিকেট ইস্যুর সঙ্গে সঙ্গে PNR ও ফ্লাইট নম্বর দিয়ে SMS প্রদান করবে।

৬. এয়ারলাইন্সসমূহ প্রতিটি ফ্লাইটের টিকেট বিক্রয় চূড়ান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে Passenger Name List (PNL) তাৎক্ষণিকভাবে ই-হজ সিস্টেমে আপলোড করবে।

৭. এয়ারলাইন্সসমূহ পে-অর্ডার গ্রহণের সিরিয়াল অনুযায়ী আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে টিকেট বরাদ্দ করবে। এক্ষেত্রে এয়ারলাইন্স হজ পোর্টালে পে-অর্ডার রিসিভ করবে, যার ক্রম অনলাইনে প্রদর্শন করা হবে। এয়ারলাইন্সসমূহ একটি ফ্লাইটে এজেন্সি কর্তৃক অল্প সংখ্যক হজযাত্রীর পে-অর্ডার গ্রহণ নিরুৎসাহিত করবে অর্থাৎ কোন একটি ফ্লাইটে এক এজেন্সির ৪৭ জনের অধিক সংখ্যক হজযাত্রী গমন করবেন।

৮. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহনের কার্যক্রম তদারকির জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করবে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ হজযাত্রী গমনাগমনের তথ্য নিয়মিতভাবে হজ পোর্টালে আপলোড করবে।

৯. হজযাত্রীর মৃত্যুজনিত কারণে ফ্লাই না করলে এয়ারলাইন্সসমূহ টিকেটের সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করবে। সৌদি আরবে হজযাত্রীর মৃত্যু হলে ৫০ শতাংশ ভাড়া মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে হজ অফিস/এজেন্সি যথাসময়ে হজযাত্রীর তথ্য এয়ারলাইন্সকে অবহিত করবে।

১০. Child (২-১২ বছর) ও Infant (২ বছরের কম) এর ভাড়া যথাক্রমে মূল ভাড়ার ৭৫% ও ২৫% প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে হজ যাত্রার দিন, বয়স নির্ধারণের তারিখ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১. হজ শেষে এয়ারলাইন্সসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে Child/Infant/মৃত্যুজনিত রিপোর্ট প্রদান করবে। ফেরতযোগ্য অর্থ বেসরকারি হাজীর নিকট এয়ারলাইন্সসমূহ সরাসরি বা এজেন্সির মাধ্যমে প্রদান করবে এবং সরকারি হাজীর ক্ষেত্রে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সে মোতাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বিল দাখিল করবে।

১২. সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিমান ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে Adult Fare এর সমপরিমাণ ভাড়া মূল বিমান ভাড়া হিসাবে ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিমানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পবিত্র হজ পালনে একবার ০১ টি ফ্রী টিকেট প্রাপ্ত হন।

১৩. হজের নিয়ম-কানুন সম্বলিত তৈরিকৃত ভিডিও এয়ারলাইন্সসমূহ আবশ্যিকভাবে হজে গমনকালে বিমানে (In Flight) প্রদর্শন করবে।

১৪. হজযাত্রী ৫ লিটারের এক বোতল জমজম পানি পাবেন। বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট হতে এই পানি হজযাত্রীকে সরবরাহ করতে হবে।

১৫. হজযাত্রীর লাগেজ হোটেল/বাড়িতে প্রেরণ নিশ্চিতকল্পে একই ফ্লাইটে হজযাত্রীর সাথে লাগেজ পাঠাতে হবে।

১২। হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের করণীয়:

১. হজ কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

২. হজযাত্রীদের সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় যথাসময়ে সৌদি আরবে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৩. হজ কার্যক্রমের জন্য এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীর অর্থ জমা থাকবে। এই অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে এজেন্সি কর্তৃক উত্তোলন/স্থানান্তর করা যাবে না।

৪. হজযাত্রীদের বিমান টিকেটের মূল্য পরিশোধের জন্য এজেন্সির আবেদনের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ এয়ারলাইন্স বরাবরে পে-অর্ডার ইস্যু করে ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করবে।

৫. এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীদের জমাকৃত অর্থের বিপরীতে কোন এজেন্সিকে ঋণ প্রদান করা যাবে না।

৬. হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধনের জমাকৃত অর্থ জমার ৪৫ দিনের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে।

৭. এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হজ শেষে এজেন্সি উত্তোলন করতে পারবে।

৮. হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হজের প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/চূড়ান্ত নিবন্ধনের অর্থ ই-হজ সিস্টেমে প্রস্তুতকৃত ভাউচারের মাধ্যমে গ্রহণ করে হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/চূড়ান্ত নিবন্ধন সনদ প্রদান করবে।

৯. সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

১৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (কেন্দ্রীয় ঔষধাগারসহ) দায়িত্ব/করণীয়:

১. হজযাত্রীদের জন্য মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা সংগ্রহ ও দেশের সকল জেলা/টিকা কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সকল হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট গ্রহণ ও টিকা প্রদান করে হজ পোর্টালের ই-হেলথ প্রোফাইলে তথ্য এন্ট্রিপূর্বক স্বাস্থ্য সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণ।

৩. দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত (ক্যান্সার, অ্যাডভান্সড কার্ডিয়াক, লিভার সিরোসিস, কিডনি রোগ, সংক্রামক যক্ষা, ডিমেনশিয়া) শারিরীকভাবে অক্ষম বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের হেলথ সনদ প্রদান না করা।

১৪। হজ কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের করণীয়:

১. সুষ্ঠ হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

২. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় হজযাত্রীদের চেকইন, বোর্ডিং, লাগেজ গ্রহণ, ইমিগ্রেশন কার্যক্রম হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ/সংস্থা যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে।

৩. হজযাত্রীদের আশকোনায় আগমন এবং আশকোনা হতে বিমানবন্দরে পৌছানোর সময় ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৪. পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর হজযাত্রীর নিবন্ধনে আন্ত:সংযোগের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করবে।

৫. হজে গমনেচ্ছুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের জন্য পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর দেশের সকল জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৬. জাতীয় পরিচয়পত্র, এমআরপি ও ই-পাসপোর্টের সাথে হজ সিস্টেমের আন্ত:সংযোগের জন্য নির্বাচন কমিশন এবং NTMC প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হজ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন, লিফলেট, হজ সহায়িকা, হজ প্যাকেজের গেজেট বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৮. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) হজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীদের নিকট এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারে সহযোগিতা প্রদান করবে।

৯. সৌদি আরবে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ক্রয়কৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হতে কার্গো বিমানযোগে জেদ্দায় প্রেরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স/ব্রাদার্স, ওটি এ্যাসিস্ট্যান্ট/ল্যাব টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ মনোনয়ন প্রদান করবে।

১৫। হজ প্যাকেজ ২০২৫ এর হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ:

- রাজকীয় সৌদি সরকারের নিকট হতে সৌদি পর্বে হজযাত্রী প্রতি ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ ২০২৫ এর ব্যয়ের খাতসমূহ সমন্বয় বা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস করতে পারবে।

শব্দের পূর্ণরূপ:

HMIS = Hajj Management Information System	PID = Pilgrim Identification Number
IBAN = International Bank Account Number	HAAB = Hajj Agencies Association of Bangladesh
NTMC = National Telecommunication Monitoring Center.	GACA = General Authority of Civil Aviation
BTRC = Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission	PNR = Passenger Name Record

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd